R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—

জায়গা বিক্রয়

মিঞাপুর যাবার পথে "রাকেশ ইঁট ভাটা"র প্রায় তিন বিঘা রাস্তা লাগোয়া জায়গা এক সঙ্গে অথবা ২/৩ কাঠার প্লট হিসাবে বিক্রী করা হবে। যোগাযোগের স্থান—
শ্রীনিবাস আগরওয়ালা (পাতিয়া)
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৮ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১১ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৮ সাল
২৬শে জুন, ১৯৯১ সাল।

নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

থানার সামনে পুলিশের হাতে বি জে পি নেতা প্রহৃত

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২১ জুন সকাল ৮টা নাগাদ স্থানীয় থানার সামনে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক কমিটির বি জে পি সম্পাদক রাম পাণ্ডে তিনজন পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হন। এবং তাঁকে আহত অবস্থায় হাজতে আটক করে রাখা হয় বলে বি জে পি সূত্রে জানা যায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ঐ দিন সেণ্ডা গ্রামের এক গণ্ডগোলের ব্যাপারে সকাল ৮টা নাগাদ গ্রামের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে অভিযোগ জানাতে রাম পাণ্ডে থানায় যান। সেখানে ওসির প্রশ্ন মত কিছু কথার উত্তর দেবার সময় ওখানে উপস্থিত থাকা সোনাটিকুরী গ্রামের কয়েকজন সি পি এম সমর্থক শ্রীরামকে 'দালাল' বলে ওসির সামনেই ব্যঙ্গ করেন। শ্রীপাণ্ডে থানার বাইরে এসে তাঁদের ব্যঙ্গের প্রতিবাদ করলে বচসা বাধে। সে সময় সাধারণ পোষাকে দাঁড়িয়ে থাকা জনৈক কনষ্টেবল বিনয় বিশ্বাস হঠাৎ শ্রীপাণ্ডের উপর চড়াও হন ও তাঁকে কিল চর লাথি মারতে থাকেন। বিনয়ের সঙ্গে আরও দু'জন সাদা পোষাকের কনষ্টেবল জয়ন্ত সাহা ও পুলিশ ড্রাইভার কানাই মিত্র যোগ দিয়ে শ্রীপাণ্ডেকে লাঞ্ছিত করেন ও ওসির সামনেই (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এ্যাসপণ্ডের সিমেন্ট-রডে প্রকাশ্যে বাড়ী তৈরী হচ্ছে

ধুলিয়ান ঃ সম্প্রতি স্থানীয় পুরসভার ৯নং ওয়ার্ডের জনৈক ব্যক্তির বাড়ী থেকে পুলিশ ৭৯ বস্তা বেআইনী মজুত করা সিমেণ্ট আটক করে। সন্দেহ করা হচ্ছে ঐ সিমেণ্ট মালঞ্চা গ্রামে এন টি পি সির এ্যাসপণ্ডের কাজের জন্য নিয়ে আনা সিমেণ্ট। ঐ এ্যাসপণ্ডের কাজ চলছে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে গাজীনগর-মালঞ্চার প্রধান ও সদস্যদের মাধ্যমে। স্থানীয় মানুষেরা অভিযোগ করেন ঐ সব প্রধান বা সদস্যদের চোখের সামনেই সিমেণ্ট ও রড চুরি করে ধুলিয়ানের কয়েকজনের বাড়ী তৈরী হচ্ছে। ৯নং ওয়ার্ডে নবনির্মিত বাড়ীটির পাশে যে সব রড পড়ে র'য়েছে তাও এ্যাসপণ্ডের কাজে ব্যবহৃত বলে অনেকে সন্দেহ করছেন। কিন্তু স্থানীয় নেতারা ও পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে বিস্ময়জনকভাবে চুপচাপ।

সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকে কোন কথা ওঠেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১২ জুন ভারত বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হয় বহরমপুর নিউ সারকিট হাউসে। এখানে তাঁদের মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলে বিভিন্ন অশান্তি, চোরাচালান প্রভৃতি বন্ধ করার ব্যবস্থা সাপেক্ষে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রধানতঃ র'য়েছে—সীমান্ত অঞ্চলে অসামাজিক কার্য্যকলাপ রোধের ব্যবস্থা। মেয়ে পাচার বন্ধে উভয় সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা রক্ষা। উভয় দেশের জলে ডোবা জমি যা পদ্মার গর্ভে জেগে উঠেছে তা আইন মত সার্ভে করে নিজ নিজ দেশের এলাকা পুনর্নির্দ্ধারণ করা। সীমান্তে চিহ্নিতকরণ স্তম্ভ বসানো ও উভয় দেশের সীমান্ত রক্ষীদের মধ্যে অযথা গুলি চালনা বন্ধ করা প্রভৃতি। ক্ষতিগ্রস্ত সীমান্তবাসীরা এই বৈঠকের খবরে আনন্দিত হলেও তাঁদের অভিমত সীমান্ত রক্ষী এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের মধ্যেই গণ্ডগোলের বিষ জিয়ানো রয়েছে। সীমান্তে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ যারা চালায় তারা প্রচুর পয়সা রোজগার করে এবং তার ভাগ বা অংশ সব সময়েই সীমান্ত রক্ষী এবং স্থানীয় পুলিশকে দিয়ে থাকে। সে সম্বন্ধে যে বিক্ষোভ মাথাচাড়া দিচ্ছে তার থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই এই বৈঠকের প্রহসন।

সি পি এম হতে হবে নইলে লোন বন্ধ

জঙ্গিপুর ঃ নির্বাচনের পর পরই বিভিন্ন গ্রাম থেকে অভিযোগ আসছে যে সি পি এম না করার অপরাধে গ্রামবাসীদের উপর নানা প্রশাসনিক চাপ নেমে আসছে। সম্প্রতি একটি খবর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের কাশিয়াডাঙ্গা, তেঘরী প্রভৃতি অঞ্চলে পলুচাষীদের যে লোন দেওয়া হয়, তা পেতে হলে চাষীদের তাঁরা সি পি এমের সমর্থক বা ভবিষ্যতে (৬ষ্ঠ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

জিপ-বাস সংঘর্ষে ৩ মহিলার মৃত্যু

ফরাক্কা ঃ গত ২৫ জুন বেলা ১২টা নাগাদ এই থানার জিগড়ী মোড় থেকে বল্লালপুর হল্টের মধ্যে একটি ফরাক্কাগামী মারুতি জিপের সঙ্গে ১টি ষ্টেটবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে জিপটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জিপের তিন মহিলাযাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। আরও তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জিপের হতভাগ্য যাত্রীরা ফরাক্কা দেখার জন্য আসছিলেন বলে জানা যায়।

কালভার্টের কাজ ঠিকমত হচ্ছে না

আহিরণ ঃ সুতি ১নং ব্লকের কানুপুর-বহতালী রাস্তাটিতে এতদিনে কাজ শুরু হয়েছে। ১৯৬২ সালে হারোয়া, বহতালী, বংশবাটি প্রভৃতি গ্রামের ৭০/৮০ হাজার মানুষের একমাত্র এই অতি প্রয়োজনীয় পথটি অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও এতদিন কোন কাজই হয়নি। বিগত '৯০ সালে এই রাস্তাটির কাজে হাত পড়ে। উল্লেখ্য বাম-ফ্রন্টের আর এস পি বিধায়কের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত এই পথের জন্য ১৯৯০-৯১ (৬ষ্ঠ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই আষাঢ় বুধবার ১৩৯৮ সাল

নবদায়িত্ব

ভারতের দশম লোকসভা নির্বাচন অন্তে নবম শ্রীপি, ভি, নরসিমা রাও প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শপথ লইয়াছেন। এতদিন ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকারে যে দোদুল্যমান অবস্থা, যে অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তি চলিতেছিল, তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল। নির্বাচনের পর কংগ্রেস সংসদীয় দলে যে সব তৎপরতার সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল, তাহাতে নেতা নির্বাচন তথা নূতন সরকার গঠন যে এত দ্রুত হইবে, সে সম্বন্ধে আশঙ্কার অবকাশ ছিল। এমন এক দুঃসময়ে—দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক নানা অস্থিরতার ও সমস্যার এবং নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মাঝে কংগ্রেস (ই) দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলেও এই দলকে সরকার গড়িবার এবং সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সহযোগিতার যে বাতাবরণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বিরোধী সব দলই ধন্যবাদার্হ হইয়াছে। বস্তুতঃ এক এক দলের সরকারকে ফেলিয়া দিয়া নির্বাচনের আয়োজনে সর্বশ্রেণীর মানুষ আজ ক্লান্ত। শাসন সংক্রান্ত কাজ জোড়াতালি দিয়া চালাইয়া দেশের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সকলেরই চিন্তাভাবনায় এই প্রশ্ন জাগিয়াছে, তাহা স্বস্তিকর।

নবনিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী তাঁহার পাণ্ডিত্য, মার্জিত রুচি ও ভদ্র আচরণের জন্য সকলেরই শ্রদ্ধেয়। মন্ত্রীত্বের অভিজ্ঞতা তাঁহার না থাকা নয়। সে হিসাবে একজন সুযোগ্য ব্যক্তি ভারত-রাষ্ট্র তরণীর কর্ণধার হইয়াছেন।

তবে তাহার কর্মপথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে। নির্বাচনে হিন্দী বলয়ে কংগ্রেস (ই) দল ফল ভালো করে নাই। শক্তিশালী বিরোধী দল এবং বেশ কিছু অন্য দলের রাজ্য সরকার লইয়া তাঁহাকে কাজ চালাইতে হইবে খুব বুঝিয়া-সুঝিয়া। তাহা না হইলে হয়ত পূর্ব-সুরীদের মত তাঁহারও অবস্থা হইতে পারে। সংখ্যালঘু সরকারের প্রধান হইয়া তিনি সব সময় খুব স্বস্তি লইয়া কাজ করিতে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে পারেন। তদুপরি আছে তীব্র জাতীয় সঙ্কট। পাঞ্জাব ও কাশ্মীর দিন দিন জটিল হইয়া পড়িতেছে। অন্যদিকে রহিয়াছে অর্থনৈতিক সঙ্কট। এই দুই ক্ষেত্রে তাঁহাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে গভীর-ভাবে চিন্তা করিয়া এবং দৃঢ়তা ও দ্রুততার সহিত।

এমত পরিস্থিতে সংসদের বিরোধী দল, অকংগ্রেসী রাজ্যসমূহ—সকলকেই দেশের স্বার্থে কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী সরকার বজায় রাখিবার জন্য সহযোগিতামূলক কর্ম-ধারা লইয়া চলিতে হইবে। তাহা না হইলে ভুলের যে মাশুল দিতে হইবে। তাহা কোন-দিনই পূরণ হইবে না।

পবিত্র ইদুল-আয্‌হার মর্ম্মকথা

সেরাজুল ইসলাম

জেলহজ্জ চাঁদের ১০ই গোটা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে একটি অতি পবিত্র দিন। এই উৎসবের দিনে মুসলিম দুনিয়া যেন একে অপরের পাশে এসে দাঁড়ায় সাহায্য করে, সমানুভূতি দিয়ে অপরের বিষয় চিন্তা করে—তাই এর গভীরতা আর ব্যাপ্তি বড় বিরাট। পবিত্র কোরাণে বর্ণিত আছে হজরত ইব্রাহিম স্বপ্নাদেশ পান কোরবানী করার। তিনি নিয়ম-মাফিক কিছু পশু কোরবানী করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তালা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে পুনরায় কোরবানীর আদেশ দেন—সব থেকে প্রিয় বস্তুর। এবার তিনি তাই নিজের প্রিয় পুত্রকে কোরবানী দিতে উদ্যত হন। কিন্তু কোরবানী দেওয়ার সময় পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালার অলৌকিক ক্ষমতা বলে ছেলের বদলে একটা দুম্বা কোরবানী হয়ে যায়। এটাই হল ধর্মীয় উপাখ্যান। যার প্রতি গোটা বিশ্বের মুসলিম সমাজ মাত্রও সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল। এখন প্রশ্ন হল ছেলে বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌তালা কেন দুম্বা প্রেরণ করলেন।

প্রত্যেকটা উৎসবের কিছু সামাজিক ও মানবিক দিক আছে। এর সার্বজনীনতা মানুষকে কাছে টানে, ভেদাভেদ ভুলে এক মহামিলনের মঞ্চে আপ্লুত করে তোলে সবার মন। যে কোরবানীর কথা একটু আগে বলেছি সেটা একটা প্রতীক। ইদুল-আয্‌হা নামাজের বাদে এই কোরবানী অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহতালা হজরত ইব্রাহিমের ছেলের বদলে দুম্বাকে পাঠিয়ে তার কোরবানীই শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেন। মানুষের মন থেকে পশুভাবকে মুছে ফেলার শপথ নেওয়ায় হল এই কোর-বানীর উদ্দেশ্য। কামনা, বাসনা, ঘৃণা, লোভ হিংসার মত অমানবিক উপাদানগুলোকে ধুয়েমুছে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের স্রোতে মিশে মহা-মানবের সাগর পানে চলার ব্রতে সামিল হওয়ার দিন। যদি পশুর বদলে ছেলেই কোরবানী হয়ে যেত—তাহলে মনে হয় বর্তমান দুনিয়ায় কোরবানীর চল খুব একটা দেখা যেত না। জাগতিক কোন পিতার পক্ষেই নিজের ছেলের কোরবানী করা আজকের দিনে আর সম্ভব হত না। কোরবানীর উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যেত। কোরবানী কেবল পশু হত্যার নয়, বৎসরান্তে মনের পশুত্বভাবকে বলি দেওয়ার একটা হুকুমনামা আর কি।

বর্তমান বিশ্বের চারিদিকে আজ হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা আর সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যেন ব্যূহ রচনা করে আছে। সুযোগ পেলেই বর্তমান সমাজ ও সভ্যতাকে—অভিমন্যুর মত হত্যা করবে নির্বিচারে, সমস্ত ন্যায় নীতির গলা টিপে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বারুদস্তূপে আজ আমরা সবাই পা রেখে চলছি। জানি না কখন বিস্ফোরণ ঘটবে। তাই আসুন এই পবিত্র উৎসবের দিনে সবাই মিলে আমাদের মনের পাশবিক অনুভূতিগুলোকে কবর দিয়ে সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে অবগাহন করি, সব ধরনের চাপের মাঝে ঋজু হয়ে চলার মন্ত্রে দীক্ষিত হই। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি উৎসবের মূল উৎসের দিকে—যেখানে ঘৃণা নেই, হিংসা নেই—আছে এক অনাবিল শান্তি—আর শান্তি।

বি জে পির অগ্রগতি সাম্প্রদায়িকতা না আর কিছু ?

(আগের সপ্তাহের পর)

সমাজদেহে এই ঝাড়াই বাছাই প্রক্রিয়াটি চলে অন্তরালে ও অলক্ষ্যে। একটি প্রতি-ক্রিয়া জন্মলাভ করার পেছনে থাকে সমাজ নির্ভর কতকগুলো কারণ। এই কারণগুলো সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে চলার পথনির্ণয় করে মার্কসবাদীরা। মার্কসবাদী বিশ্লেষণ অনুযায়ী বি জে পির এই অগ্রগতির পেছনে কাজ করছে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের অনেক কার্যকলাপ। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের কার্যকলাপ। সমাজের কাঠামোগত রূপ, অসাম্য, দারিদ্র, অর্থ-নৈতিক দুর্দশা, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার আন্দোলনগুলোকে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে পরিচালনা করার বদলে স্থিরাবস্থায় বন্দী করে রাখার দায় তেরো বছরের প্রক্রিয়াটি ধীরে ধীরে দুর্দ্দশাপীড়িত মানুষকে ভিন্ন একটা পথের সন্ধানে ঠেলে দিয়েছে। এসটাবলিসমেন্টের বিরুদ্ধে তাদের এই বিরূপ মনোভাবই বি জে পির অগ্রগতির পথকে সুনিশ্চিত করেছে। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে বি জে পির এই অগ্রগতি সাম্প্রদায়িকতার বিপদ হিসাবে (৩য় পৃষ্ঠায়

মত্ত অবস্থায় মারামারিতে একজন খুন

সাগরদীঘি : গত ২২ জুন রাতে এই থানার পশ্চিম মাটিয়াপাড়া গ্রামে এক চোলাই মদের আড্ডায় মাতালদের মধ্যে হৈ হুজ্জত চিৎকার শুরু হয়। ঐ গোলমালের সময় মত্ত অবস্থায় ঐ গ্রামেরই বুলা লেট ও সর্বেশ্বর লেট গ্রামের অপর এক সাঁওতাল যুবক ভাদু রায়কে মারধোর করে। প্রহারের ফলে ভাদু ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাবার আগেই বুলা ও সর্বেশ্বর গা ঢাকা দেয়।

দাম্পত্য কলহের পরিণামে বধূ হত্যা

ধুলিয়ান : গত ১০ জুন রাত্রি ১০টা নাগাদ জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের নৃপেন ঘোষ তার স্ত্রী মণিকা ঘোষকে হেঁসোয় আঘাতে খুন করে বলে জানা যায়। খবর, বাপের বাড়ীতে বিয়ের নেমন্তন্নে যাবার জন্য মণিকা তার স্বামীকে একটি নতুন কাপড় কিনে দিতে জেদ ধরে। এই দাম্পত্য কলহই শেষমেষ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে নৃপেন তার শালার সামনেই স্ত্রীকে হাঁসুয়া দিয়ে আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই স্ত্রী মণিকার মৃত্যু হয়। নৃপেন ঘোষ পলাতক।

অতি বর্ষণে পুর শহর বিপর্যস্ত

ধুলিয়ান : সম্প্রতি কয়েক দিনের অতি বর্ষণে স্থানীয় পুর শহরের প্রায় সর্বত্র জল জমে যাওয়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১নং, ২নং, ৩নং, ১১নং ও ১২নং ওয়ার্ডের অবস্থা সব থেকে শোচনীয় হওয়ায় এই জল বার করার ব্যবস্থা নিতে ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দারা পুরপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিষ মিশানো খোলের বড়ি দিয়ে পশু হত্যা

সাগরদীঘি : দেরীতে পাওয়া এক সংবাদে জানা যায় জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এই থানার ছামুগ্রামের মাঠে বিষ মিশানো খোলের বড়ি খেয়ে ছামুগ্রামের বেশ কিছু গবাদি পশু মারা যায় বলে জানা যায়। খবর কে বা কারা মাঠের সর্বত্র বিষ মিশানো খোলের বড়ি ছড়িয়ে রাখে। মাঠে চড়তে গিয়ে সেই খোলের বড়ি খেয়ে ছামুগ্রামের মিরু, চিত্তরঞ্জন, কুমারিশ, অর্জুন, আদিত্য ও শংকর ঘোষের বলদ গাভী ছাগল ভেড়া মারা যায়। গ্রামবাসীরা স্থানীয় থানায় এবং ব্লক পশু চিকিৎসকের দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

সিমেন্ট বিক্রির জন্য কোন লাইসেন্স লাগবে না

কেন্দ্রীয় সরকারের এক আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার জানিয়েছেন গত এপ্রিল থেকে সিমেন্ট বিক্রি বা গুদামজাত করার জন্য কোন সরকারী লাইসেন্স লাগবে না। সম্প্রতি সিমেন্টের ব্যাপক অভাব দেখা দেওয়ায় নাকি এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা না আর কিছু

(২য় পাতার পর)

চিহ্নিত করা যাবে না। যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপণ করেছে কংগ্রেস, এবং ঐ বীজ ক্ষেত্রে বিষবৃক্ষ পরিণত হবার পর, যাকে আশ্রয় করেই এখনও আশ্লেষে রাজনীতিকে বয়ে নিয়ে চলেছে বামফ্রন্ট, তাদের চোখে এই সহজ সত্যটি সহসা ধরা পড়বে না। বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রতিক্রিয়ার পথ নিয়েছে আঞ্চলিকতায়, আঞ্চলিকতার রাজনীতিতে কোথাও নিয়েছে আঞ্চলিকভাবে কোন একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলকে। ভোটদাতাদের মনোভাবের ঝাড়াই বাছাই এভাবেই চল ছে।

পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে বি জে পির অনুপ্রবেশ ও অগ্রগতির বিশ্লেষণ সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত করা চলে না।

এই অনুপ্রবেশ এ্যাসটাবলিসমেন্টের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ।

বি জে পি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা বাধাতে পেরেছে কিংবা পশ্চিমবাংলায় কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। বি জে পি এই রাজ্যে সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বিদ্বেষের আবহাওয়া গড়ে তুলতে পারেনি। তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে কারণ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার স্থান অত্যন্ত কম। তাহলে এই রাজ্যে বি জে পির এই অগ্রগতির কারণ, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ বামফ্রন্টের জমানায়। এতো বিভ্রান্তি সহসা গড়ে উঠলো কি করে? কংগ্রেস বলছে আমরা সতর্ক ছিলাম না। বামফ্রন্টের মার্কসবাদী দলগুলোর মধ্যে কেউ বলছে, জনগণ অজ্ঞ ও মূর্খ তাদের এই মূর্খতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছে বি জে পি, আবার কেউ বলছে. এর জন্য দায়ী কংগ্রেস, কংগ্রেসের নীতির জন্যই প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এই রাজ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিছু বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে কি কংগ্রেস কি বামফ্রন্ট উভয় রাজনৈতিক দলই কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, পোষ্টার, কনভেনসন তো কম করেনি। কিন্তু কাজ হয়নি। বহিরঙ্গভাবের এই কাজগুলো অন্তরঙ্গভাবে সমান মানসিকতার ঐকাবোধের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। আমাদের মানসিকতায় সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবকে ধরে রেখেছে কংগ্রেস ও বামপন্থী উভয় দলই। এই জেলায় যারা বিধানসভায় ও লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন, তারা সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্ণায়ক ভোটগুলো পেয়েছেন। সুতরাং বামফ্রন্ট কিংবা কংগ্রেস কোন দলই কিন্তু 'মতাদর্শের' ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত নয়। বিগত চল্লিশ বছর আর তেরো বছরের কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট জমানার অন্তরালে ও অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতার মূল বীজকে উৎপাটন করতে পারেনি বা করেনি। মিটিং, মিছিল, সমাবেশ, অফিসপাড়ায় রাজনৈতিক ফিরিওয়ালারা বৈঠক, কনভেনসন করে এবং পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে এই ফিরিওয়ালাদের দেওয়াল লিখনের জেহাদ, টেবিল চেয়ারের বাইরে গ্রাম গ্রামান্তরের অন্তর্দেশে পৌঁছাতে পারেনি। দেখা গেছে, সিরিয়াস কমরেড গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদের মিছিল নিয়ে যখন অভিযান চালিয়েছেন এবং এই অভিযান যখন জোতদারদের চোরা জমি দখলের সংগ্রামে পরিণত হচ্ছিল, গরীব মানুষেরা যখন সংগঠিত হচ্ছিলেন তার পাশে তখন তিনি গুপ্ত ঘাতকের নির্মম ষড়যন্ত্রে প্রাণ বলি দিলেন (উদাহরণ কার্তিক ঘোষ)।

আসলে এই অসম সমাজ ব্যবস্থায়, উৎপাদন ব্যবস্থা যেখানে শোষণের হাতিয়ার সেখানে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি নিশ্চিহ্ন হয় না, হতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের আগাছাগুলো আমাদের দেশের মনোভূমিতে আজো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সামান্য জল পেলেই আগাছাগুলোর বড় হয়ে ওঠার সুযোগ এখানে অবারিত। এই আগাছাগুলোর উৎপাটন সহজ নয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে এই সমাজে যে দুটো শ্রেণী আছে, এই দুটো শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক। সমাজের এই দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ বিন্যাসের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নেও এই দ্বন্দ্বের ধারা বর্তমান। দারিদ্র, নিরক্ষরতা, কুসংস্কার ধর্মের প্রভাব ও প্রতাপকে অটুট রাখে ও সমৃদ্ধ করে।

মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মীরা নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন পশ্চিমবাংলার মানুষ বোকা নয়, অজ্ঞ নয়, সাম্প্রদায়িকতা বাদীও নয়, তারা বি জে পিকে ভোট দিয়েছে এই দোষটা তাঁদেরও নয়, দোষটা আমাদের। আমাদের মার্কসবাদীদের, যারা আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারছি না বলেই বিভ্রান্তির পর বিভ্রান্তি বেড়েই চলেছে এবং চলবেও।

(শেষ)

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

NTPC
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN-742 236 ; DIST. MURSHIDABAD (W. B.)

Contract Services Department

Pre-Qualification Tender For Various Works :

NTPC, Farakka Project is interested in getting the following works executed through reputed agencies. Resourcefull contractors having on-line experience for the following works are requested to apply for the tender documents. The qualifying requirements and brief work details for the jobs is as indicated below :

Sl. No.	Tender No.	Brief Work Description	Estimated Value	EMD Value	Completion Time
01.	FS : 43 : CS : 03 : T-297	Design, supply, erection, testing, commissioning & handing-over of Centralised Drinking Water Treatment Plant for Township. Package includes civil, mechanical & electrical works, requiring installation of 150 M3 / hr. Clarifloculator, Chemical dosing system, supply of pumps, valves, etc.	Rs. 61 Lakhs	Rs. 1·30 Lakhs	12 months
02.	FS : 43 : CS : 06 ; T-292	Mosquitoes, insects, rodents, snake control in townships and plant areas. Work involves destruction of larva in drains fogging operation, spraying insecticides, chemical barricading, etc.	Rs. 4·5 Lakhs	Rs. 9000/-	12 months
03.	FS : 43 : CS : 06 : T-298	Horticulture development work for townships and plant areas. Work involves development of lawns, mass tree plantation, weeding out unde sirable jungle growth, scientific development & protection of plants and greenery.	Rs. 11·0 Lakhs	Rs. 10,000/-	12 months
04.	FS : 43 : CS : 07 ; T-232	Internal Electrifications of 'B' type quarters at Temporary Township/Field Hostel areas.	Rs. 6·23 Lakhs	Rs. 12,000	6 months

A) Qualifying requirements for the above works :

1. For tender no. T-297, the bidders should have designed, executed/supervised the execution of at least one Water Treatment Plant consisting of clarifloculators, gravity filters, pumps along with associated equipments having capacity of 150 M3 /hr. or more working satisfactorily as on date of bidding. They should have executed a single contact of value Rs. 40 Lakhs approx. for similar jobs during the last 3 (three) years.

Contd, next page

From 4 page

2. For tender no. T-292, bidders should have relevant experience in mosquito eradication/post control operations, etc, with municipalities or in large industrial townships. They should have executed a single contract of value Rs, 1·0 lakh during the last 3 years. They should have qualified person for supervising this job alongwith necessary permits/licences issued by State/Central Government authorities for carrying out such jobs.

3. For tender no, T-298, bidders should have relevant experience for horticulture works, having executed such jobs for Agriculture/Forest Department/Industrial Townships etc. They should have qualified supervisors and also should have executed a single contract for Rs, 2·0 lakhs during the lasf 3 years.

4. For tender no. T-232. bidders should have executed at-least one similar contact of value Rs. 3 lakhs during the last 3 years. They must have valid Electrical contractor's licence.

5. Copies of major orders/works executed/under execution are to be submitted.

6. Copies of latest Income Tax Clearance Certificate should be submitted.

7. Bidders, fulfilling the above qualifying requirements only, are requested to apply ror issue of tender documsnts along with documentary proof for the various credentials indicated by us.

B. General Terms & Conditions :

1. Requests/applications are to be sent to Manager (Contract Services) alongwith Demand Draft for Rs. 200/- (for tender no. 01) and Demand Draft for Rs. 100/- (for tender nos. 2 & 3, 4) in favour of NTPC encashable at SBI, Andua (Branch Code-7099) or UBI. Khejuriaghat (Branch Code-C/69). No other form of payment is acceptable. This amount shall be treated as Tender Fee/Scrutiny Fee.

2. The last date for receipt of requests/applications for issue of tender documents along with qualifying requirements is 25. 7. 1991 (Thursday).

3. The above specification details are only indicative and full details will be given in our tender documents.

4. The response against these tenders will also be used for enlistment of vendors for future business considerations.

5. Applications received for issue of tender documents will be scrutinised and documents will be issued toonly prima-facie suitable contractors as decided by NTPC. However, issue of tender documents does not automatically qualify a company and suitability will be decided based on various techno-commercial aspects during bid evaluation.

6. The envelops should be superscribed with the "TENDER NO." and name of work.

7. The value of EMD as indicated above is to be submitted along with the bids only. The bid opening dates will be indicated in the respective tender documents for each tender.

8. NTPC is not responsible for any postal/communication delays or for non-receipt/late receipt of tender documents. etc.

9. NTPC reserves the right to alter the qualifying requirements and to accept or reject any or all the offers without assigning any reason thereof.

Senior Manager (Contract Services).

অনিয়মিত বর্ষা ও খরায় চাষীর মাথায় হাত

সাগরদীঘিঃ সম্প্রতি একবার অতি বর্ষণ আবার প্রচণ্ড শুখায় চাষের বিপদ দেখা দিয়েছে। জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টিতে পাট, আউশ ধান লাল হয়ে গিয়েছে। আমন ধানের বীজতলায় কাদায় তৈরী বীজ ধান পচে যায়। আবার এখন শুখা আরম্ভ হওয়ায় বীজতলা তৈরী করেও বীজচারা হচ্ছে না। এই অনিয়মিত আবহাওয়ায় চাষীদের মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে।

বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে দুই শিশু আহত

জঙ্গিপুর ঃ গত ২৫ জুন রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর গ্রামে ভোদু সেখের বাড়ীতে বোমা ফেটে দুই শিশু গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, রান্না ঘরে মাটির নীচে বোমা পুঁতে রাখা ছিল। শিশু দুটি খেলা করার সময় হঠাৎ আলগা মাটিতে হাত পড়ে গেলে বোমা ফেটে যায়। আহত শিশু দুটিকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে একজনকে বহরমপুর পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের গ্রামগুলিতে প্রতিদিন সন্ধ্যের পর মুড়ি-মুড়কীর মতো বোমা ফাটছে এবং গ্রামবাসীদের ধারণা, বোমা তৈরী কুটিরশিল্পে পরিণত হয়েছে। পরের দিন ২৬ জুন বেলা ১২টা নাগাদ রাধানগর মোড়ে সি পি এমের বিজয় মিছিলের উপর কং-সমর্থকরা বোমা ছুড়লে একজন কিশোরসহ তিনজন গুরুতর আহত হয়। প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে বোমাবাজী চলে বলে খবর।

জুয়ার আড্ডা রমরমা

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ থানার কাশিয়াডাঙ্গায় ব্যাঙ্ক অব বরোদার সামনে প্রকাশ্যভাবে জুয়ার আড্ডা জমজমাট বলে গ্রামবাসীরা জানান। জুয়ারীদের দাপটে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পান না। পুলিশ প্রশাসন এ সব দেখেও চুপচাপ।

বাড়ী বিক্রয়

সাগরদীঘি থানার নিকট তেমাথার মোড়ে সদর রাস্তার ধারে ব্যবসা এবং বাসোপযোগী বাড়ী (আড়াই শতক) বিক্রয় আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—সত্যনারায়ণ ভকত, পোঃ সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

বি জে পি নেতা গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁকে মুখ দিয়ে রক্ত পড়া অবস্থায় হাজতে পুরে তালা লাগিয়ে দেন। শ্রীপাণ্ডের অভিযোগ তাঁকে হাজতে ঢোকানোর সময় তাঁর পকেট থেকে কিছু জরুরী কাগজ ও ২৫ টাকার নোট কনষ্টেবলরা ছিনিয়ে নেয়। খবর পেয়ে স্থানীয় বি জে পির নেতা চিত্ত মুখার্জী থানায় হাজির হলে সি আই এর হস্তক্ষেপে শ্রীপাণ্ডেকে ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পেয়ে চিত্ত মুখার্জী ওসির কাছে তিনজন পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করান ও এস পিকে সমস্ত ঘটনা জানান। পরে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে গত ২৫ জুন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে আটক, মারধোর ও ছিনতাই এর অভিযোগে স্থানীয় কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশের এই ধরনের ব্যবহারে শহরের মানুষ স্তম্ভিত।

কাজ ঠিকমত হচ্ছে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আর্থিক বছরে ৩০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। মাটি ফেলা ও হিউম-পাইপ দিয়ে কালভার্টগুলিকে ঠিক করার কাজ চলছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগ পাঁচ ও সাত কিলোমিটারে অবস্থিত ২টি কালভার্টের কাজ ঠিকমত না করে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগ পেয়ে রোডস্ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তদন্তে এসে জনমতকে উপেক্ষা করে ঠিকাদারদের মদত দিয়ে যান বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ তাঁদের শায়েস্তা করতে ঠিকাদাররা স্থানীয় মস্তানদের সাহায্য নিয়ে খুশিমত কাজ করছেন।

লোন বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সি পি এম ছাড়া অন্য দল করবেন না একথা অঞ্চল প্রধানদের কাছে লিখিত দিতে হচ্ছে। আইনানুযায়ী লোনের ক্ষেত্রে পলুচাষীদের অঞ্চল প্রধানের শংসাপত্র আবেদনের সঙ্গে দিতে হয়। সে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সি পি এম প্রধানরা পলুচাষীদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

কর্মপ্রার্থী

যত্নসহকারে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়াতে চাই।

শ্রীঅরবিন্দ রায়

(মাধ্যমিক শিক্ষক)

বি-এস-সি (অঙ্কে অনার্স) বি-এড

ইন্দিরা পল্লী

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

(দিলীপবাবু শিক্ষকের পাশের বাড়ী)

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন সদর রাস্তার উপর একটি দোতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় আছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

॥ শ্রীগুরু ধাম ॥

কালিদাস বড়াল (অক্ষয়)

৮৫, পাটবাড়ী লেন

পোঃ আলমবাজার

কলিকাতা ৭০০০৩৫

যৌতুকে V I P

সকল অনুষ্ঠানে V I P

ভ্রমণের সাথী V I P

এর জুড়ি কি আর আছে !

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের

V I P সেন্টারে

এজেন্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

কিস্তিতে পাওয়া যায়

বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।

সত্বর নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

দিলসন্স্ মিউচুয়ালাইজার

গভঃ রেজি নং L/44399

সাগরদীঘি রোড, আইলের উপর, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বিঃ দ্রঃ—কমিশন এজেণ্ট চাই

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—

এ. মুখার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।